بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আজ জামাত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র জামাত যাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কোথায় দেখুন আহরাররা কাদিয়ানেই গোলা টিপে আহমদীয়াতের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দাবি করত, কোথায় আজকে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদের বাণীকে তাঁর এক তুচ্ছ দাস পৌঁছাচ্ছে, প্রচার করছে।
আল্লাহ্ তা'লা সকল সকল চাঁদা দাতাদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন, ভবিষ্যতও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানীর তৌফিক লাভ করে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও দৃঢ় হবে এই দোয়াই আমি করি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডা হতে প্রদত্ত ১১ই নভেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার আর্থিক কুরবাণীর উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন, পৃথিবীতে সম্পদের প্রতি মানুষ গভীরভাবে ভালোবাসা রাখে। এ কারণেই স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লেখা আছে, যদি কোন ব্যক্তি দেখে যে, সে নিজের কলিজা বের করে কারো হতে তুলে দিয়েছে তবে এর অর্থ হল, সে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিচ্ছে। এ কারণেই প্রকৃত ঈমান লাভের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ প্রিয়তম বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য আদৌ অর্জন করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান, ৯৩)। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশের বড় একটি অংশ সম্পদ খরচের দ্বিতীয় খাত, যা ছাড়া ঈমান দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয় না। তিনি বলেন, আত্মত্যাগ না করা পর্যন্তমানুষ অন্যের হিত সাধন কীভাবে করতে পারে? অন্যের হিত সাধন এবং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আত্মত্যাগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এ আয়াত لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ -তেসেই আত্মত্যাগের শিক্ষা ও হেদায়াত দেয়া হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার মানদন্ড ও মাপকাঠি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, প্রকৃত কথা হল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যা সকল সুখের কারণ তা অর্জন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাময়িক কষ্ট সহ্য করা না হবে। তিনি আরো বলেন, পরম সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা চিরস্থায়ী আনন্দ ও আরাম-আয়েশের আলো সেই সাময়িক কষ্টের পরই মুমিনের লাভ হয়।

হুজুর (আইঃ) বলেন, "আজকের বিশ্ব মনে করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করা এবং একে নিজের আরাম-আয়েশ এবং সাচ্ছ্যন্দের লক্ষ্যে ব্যয় করাই তাদের জন্য আনন্দ এবং প্রশান্তি বয়ে আনতে পারে। কিন্তু একজন মুমিন যার মাঝে ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি রয়েছে সে জানে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তা'লা এ পৃথিবীর নেয়ামতরাজি আর সুযোগ-সুবিধা মানব জাতির জন্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন, তাকওয়ার পথে পদচারণা, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রাপ্য দেয়া। এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সৎকর্ম করার মাধ্যমেই প্রকৃত শান্তি লাভ হয়, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে নয়। আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রিয়তম বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পুণ্য এর প্রকৃত মানে

পৌঁছতে পারো না।” হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

“ ধন-সম্পদ এমন একটি বিষয় যার প্রতি মানুষ গভীর ভাবে আসক্ত। আজকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাই, পৃথিবীর সমস্ত নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং হানাহানির কারণ হল, সম্পদের মোহ এবং লালসা। একজন দুনিয়াদার জগতের কীট এটিও জানে না যে, তার কাছে যদি প্রভূত সম্পদ এসে যায় তবে সে তা কিভাবে খরচ করবে? নিঃসন্দেহে এরা খরচ করে কিন্তু তা শুধু তাদের বিলাসীতার জন্য, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি বা পুণ্যের খাতিরে নয়।”

আমাদের আহ্মদীদের জন্য আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে (আল্লাহ্র পথে) আর্থিক খরচ করা আবশ্যক। কেননা হেদায়াত প্রচারের পূর্ণতার কাজ এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই হেদায়াত যা রাসূলে করীম (সা.) সমগ্র মানবতার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। যার প্রসার এবং প্রচারের জন্য তিনি (সা.) উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এর পূর্ণতার এটিই যুগ, যখন সমস্ত উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম নাগালের মধ্যে রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর যেভাবে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল অনুরূপভাবে এ দায়িত্ব এখন তাঁর মান্যকারীদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এ দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে যারা অঙ্গিকার করে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেব। সম্পদশালীরা বিলাসীতার পিছনে সম্পদ নষ্ট করে। কিন্তু মুমিন তারা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, প্রকৃত পুণ্য অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে সেই সম্পদ থেকে ব্যয় কর যে সম্পদকে তুমি ভালোবাস। বর্তমানযুগে আহ্মদীয়া জামাতই মুমিনদের সেই জামাত যারা একটি ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে এই খরচ করেথাকে। যারা ইসলামের প্রচারে জন্য খরচ করে, যাতে বিভিন্ন মাধ্যমে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় আর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কারণে তাদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। আর অনেকে এমনও আছে যারা নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে এই আর্থিক কুরবানী করে এবং এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ব্যয় করে যে, যেখানে এই খরচ খোদার নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি ভাজন বানাবে সেখানে এ নিশ্চিয়তাও রয়েছে যে, সঠিক জায়গায়, সঠিক ভাবে এবং সঠিক খাতে এ অর্থ ব্যয় হবে। অ-আহমদীরাও নির্দ্বিধায়/অকপটে স্বীকার করে যে, জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয়ের পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

আমাদের কাবাবিরের মুবাল্লেগ সাহেব একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছে, জেরুজালেম বিশ্ববিদ্যালয়ের দু’জন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তাদের দু’জন ভিন দেশী অতিথি নিয়ে আমাদের কাবাবির মিশন হাউজে আসেন। তাদের সাথে জামাত সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ হয়। জামাতের ব্যবস্থাপনার কথা তাদেরকে জানানো হয়। এ সব অতিথির মধ্যে অষ্ট্রিয়ান একজন প্রফেসরও ছিলেন। তিনি আলোচনার শেষের দিকে বলেন, আহমদীয়া জামাতের যে বিষয়টি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হল, আপনাদের জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সচ্ছ ও পবিত্র। তিনি বলেন, পবিত্র সম্পদের মাধ্যমে এ পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়ন হয়তো আপনাদের অদৃষ্টেই লেখা আছে আর এ জন্য আমি আপনাদের মুবারকবাদ জানাই। আর চাঁদা জন্য সম্পদ পবিত্র হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, বৈধ ভাবে উপার্জিত সম্পদ আল্লাহ্র পথে দিতে হবে, প্রতারণার ভিত্তিতে উপার্জিত অর্থ যেন না হয়, কর ফাকি দেওয়া অর্থে যেন চাঁদা দেওয়া না হয়, দুর্নীতির ভিত্তিতে উপার্জিত সম্পদ যেন না হয়। চাঁদাও তাদের কাছে থেকে নেওয়া হয় যাদের সম্পর্কে জানা থাকে যে, এ অর্থ অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ নয়, কেউ যদি এমন থাকে তবে তার কাছ থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনা, জামাত চাঁদা নেয় না। আর জানার পরও যদি এমন কোন ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয় আর আমি যদি জানতে পারি তবে হয় চাঁদা ফেরত দেওয়া হয় নতুবা সে সব পদাধিকারীদের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল, ত্যাগ স্বীকার করে

দেওয়া এবং পবিত্র সম্পদ থেকে দেওয়া তবেই এটি কল্যাণ বয়ে আনে। অ-আহমদীদের জানানো হলে তারাও এ কথা স্বীকার করে, যেভাবে সেই প্রফেসর করেছেন। একজন দুনিয়াদার বস্তুবাদি মানুষও এটি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, এদের মাধ্যমেই বিপ্লব সংগঠিত হবে। সুতরাং যতক্ষণ আমাদের নিয়্যত পবিত্র থাকবে, যতদিন আমরা পবিত্র সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখাব এবং তা আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করব ততদিন আমরা নিশ্চিতভাবে বিপ্লব ঘটানোর কারণ হব। আর এ বিপ্লব আমাদের জন্য নির্ধারিত কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা কোন জাগতিক বিপ্লব ঘটাব না ঘটাব আধ্যাত্মিক বিপ্লব। মহানবী (সা.)-এর বাণী পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে, একত্ববাদ প্রচার করতে হবে আর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করতে হবে। আর এগুলো কোন মানুষের বানানো কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে একনিষ্ঠ এবং আন্তরিক প্রেমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা এই কাজ সমাধা করবে, যারা তাঁর এ কাজের পুর্ণতার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবে। জামাতের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, আমাদের জামাত সেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে যা সাহাবীরা দুঃসময়ে অর্থাৎ অভাব-অনটনের যুগে প্রদর্শন করতেন। হুজুর (আইঃ) বলেন, একবার তিনি (আঃ) জামাতের সদস্যদের কুরবানীর মান দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, কীভাবে এরা এত কুরবানী করে?

হুজুর (আইঃ) বলেন, যেহেতু আমি আজ তাহরীক জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিব তাই আমি এমন কতক কুরবাণী দাতার কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব যা আর্থিক কুরবাণীর সাথে সম্পর্ক রাখে। শুধু ধনী দেশেই নয় বরং দরিদ্র বিভিন্ন দেশ এবং যারা অতি সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তাদের হৃদয়কেও আল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াত গ্রহণের পর এমন ভাবে ঘুরিয়ে দেন যে, বিস্মিত হতে হয়। আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তারা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন।

গিনি কোনাকরি-র মোবাল্লেগ ইনচার্জ লেখেন, এখানে সোম্ব ইয়াবী নামের একটি জামাত রয়েছে। এখানকার মসজিদের ইমাম সাহেব এ বছর তার মসজিদসহ জামাতে যোগ দিয়েছেন। তাকে যখন জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং তাহরীকে জাদীদ-এর গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমি নিজেও চাঁদা ও যাকাত সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেছি কিন্তু আর কোথাও আমি এমন সুদৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গিন অর্থিক ব্যবস্থপনা দেখিও নি এবং এরূপ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শুনিও নি। তিনি তখনই চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে প্রতি মাসেই আমাদের পুরো জামাত চাঁদা দিবে। এরা দরিদ্র কবলিত অঞ্চলের মানুষ। ইউরোপ বা প্রাশ্চাত্যে দারিদ্রের যে ধারণা রয়েছে সেই তুলনায় এদের দারিদ্রতা শোচনীয় পর্যায়ের কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে এরা সবচেয়ে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত মানুষ।

হুজুর বলেন, এগুলো ছিল আফ্রিকার ঘটনাবলী। ভারত থেকে তাদের অন্ধ্র-প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা প্রদেশের ইন্সেপেক্টর তাহরীকে জাদীদ সাহাবুদ্দীন সাহেব লেখেন, হায়দারাবাদের এক বন্ধু তিনি একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য। তিনি তার ব্যবসায় বিশ হাজার বিনিয়োগ করেন। ছোট্ট একটি দোকান চালান। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে দেন। এই হল প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা। নামাযের সময় ব্যবসা বন্ধ। বছরের এক মাসের পুরো আয় তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা হিসেবে আদায় করেন। এ বছরও তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে ষাট হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তিনি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তিনি বলেন, একদিন আমি তাকে বললাম, নিজের জন্য একটি বাড়ি ক্রয় করে নিন। তিনি বলেন, যেভাবে চলছে, চলতে দিন। পৃথিবী যেভাবে

ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ অবস্থায় সম্পদ জমা করার কী প্রয়োজন আর কেনই বা আমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকব না?

জার্মানী থেকে সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেছেন, এক ভদ্রমহিলা, তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেননি। তিনি তাহরীকে জাদীদ অফিসে আসেন এবং তার সব গহনা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। এই গহনা এত বেশি ছিল যে, গহনা ও অলংকারে পুরো টেবিল ভরে যায়। সোনার হার, আংটি, চুড়ি এরূপ অনেক জিনিস ছিল। কিন্তু তিনি অনুরোধ করেন, আমার নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। আমার কুরবানী যেন শুধুমাত্র খোদা তা'লার জন্য বলে গণ্য হয়। গহনা ও অলংকার নারীদের দুর্বলতা। কিন্তু আহমদী মহিলারা তা কুরবানী করেন।

রাশিয়াতেও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। এক বন্ধু লিনার সাহেব বলেন, তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, ভাড়া বাসায় থাকতেন, নানা প্রকার আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। কিন্তু তার লাজেমী বা আবশ্যকীয় চাঁদা এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্য অনুসারে আদায় করে আসছেন। তিনি বলেন, চাঁদার কল্যাণে আমার স্ত্রী মেডিকেল কলেজের পড়াশোন শেষ হওয়ার পরই সরকারী চাকরী পান, সরকার বাচ্চাদের আবাসনের জন্য ঋণও দিয়েছে, এখন আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক ভালো হয়েগেছে। আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের হাতে দু'টো গাড়িও এসে গেছে। তিনি বলেন, এসব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং চাঁদা দেওয়ার কল্যাণ। ইতিপূর্বে কঠিন পরিস্থিতিতেও আমরা চাঁদা দেওয়া অব্যাহত রেখেছি আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, দেখুন! রাশিয়ায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করছেন, আফ্রিকান আহমদীকেও স্বীয় দানে ধন্য করছেন, ইন্দোনেশিয়ার লোকদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন, অন্যান্য দেশে এবং ইউরোপেও আহমদীদের স্বীয় কল্যাণে ভূষিত করছেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার এসব আচরণ প্রমাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেমিকদের জামাত প্রদানের এবং তাদের ঈমানী উন্নতি দানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা করছেন। যারা আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঈমানী উন্নতিও দান করেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, আর্থিক কুরবানী এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ভাজন হওয়ার অগণিত ঘটনা আছে, যা আমার কাছে এসেছে কিন্তু সেগুলো থেকে বাছাই করে নেয়া আমার জন্য কঠিন ছিল, এর কয়েকটি আমি উপস্থাপন করেছি। যেভাবে আমি বলেছি, প্রায়সব দেশেরঅধিবাসীদের সাথেইআল্লাহ্ তা'লা এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হয়।যারা খোদার ওপর নির্ভর করে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের অগনিত এবং অঢেল সম্পদে ভূষিত করেন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য আহমদীয়াতের সত্যতার এ প্রমাণই যথেষ্ট হওয়া উচিত যে, কুরবানী করার ফলে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের স্বীয় দানে ভূষিত করেন। এর কারণ হল, এ চাঁদা খোদার ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের জন্য ব্যয় হয়। দরিদ্র কবলিত দেশের মানুষ চাঁদা দেন কিন্তু তাদের ব্যয় তাদের চাঁদার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। তাই সম্পদশালী দেশগুলো থেকে সংগৃহীত চাঁদা থেকে কেন্দ্র এমন সব দেশে ব্যয় করে যাদের ব্যয় নির্বাহ করতে তাদের চাঁদা যথেষ্ট নয়। শত শত স্কুল, অনেকগুলো হাসপাতাল, শত শত মিশন হাউস, মসজিদ, প্রতি বছরই নির্মিত হয়। আর এ জন্য অর্থের প্রয়োজন পরে। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা থেকে এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। অনুরূপভাবে এম.টি.এ.-এর খাতেও বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। যদিও তরবিয়ত ও এম.টি.এ.-এর পৃথক পৃথক খাত রয়েছে, যে খাতে মানুষ চাঁদা দিয়ে থাকে কিন্তু এই চাঁদার তুলনায় এর ব্যয় অনেক বেশি হয়ে থাকে।

এম.টি.এ. সম্পর্কে আমি এ কথাও বলতে চাই যে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানে এম.টি.এ. শোনার প্রচলন যতটা হওয়া উচিত ততটা নেই। অথবা কমপক্ষে আমার খুতবা সরাসরি শোনে না। জামাত যে অঢেল অর্থ ব্যয় করছে তা জামাতের তরবিয়তের জন্যই করছে। সময়ের পার্থক্য থাকলেও পুণঃস্প্রচারের সময় খুতবা শোনা উচিত। অসংখ্য অ-আহমদীরাও শোনে এবং আমাকে তারা লেখেও যে, আমরা অ-আহমদী কিন্তু আপনার খুতবা শুনছি। আল্লাহ্ তা'লা এম.টি.এ.-কে একটা মাধ্যম নির্ধারণ করেছেন, খিলাফতের সাথে জামাতের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য। বাড়িতে আপনারা যদি এদিকে মনোযোগ না দেন তবে ধীরে ধীরে আপনাদের সন্তান-সন্ততি দূরে সরে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করবেন, ইনশাআল্লাহ্। নিষ্ঠাবান মানুষও আসবে আর আপনারা দেখেছেন, নবাগতদের মাঝে এ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোথাও এমন যেন না হয় যে, নবাগতরা সব কিছু নিয়ে যাবে আর পুরনোরা এটি নিয়েই গর্ব করবে যে, আমাদের বাপ-দাদা সাহাবী ছিলেন আর আমরা পুরনো আহমদী। আল্লাহ্তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই, পুরনো আহমদীরা যদি দূরে সরে যায় তবে বাপ-দাদা বা তাদের আত্মীয়-স্বজন সাহাবী হলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং অনুশোচনার সময় আসার পূর্বেই নিজেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন আর এর সর্বত্তোম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরএম.টি.এ.দিয়েছেন। একে কাজে লাগান। আরো অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম এম.টি.এ.-তে সম্প্রচারিত হয়, কিন্তুকমপক্ষে অবশ্যই খুতবা শুনা উচিত। এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, মুরব্বী সাহেব আমাদের সারাংশ শুনি দিয়েছেন, তাই আমি জানি খুতবায়কীবলা হয়েছে। সারাংশ শুনা এবং পুরো খুতবা শুনার মঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

হুজুর (আইঃ) বলেন, ১৯৩৪ সনে আহরার সম্প্রদায় জামাতকে নিশ্চিহ্ন করার বা নির্মূল করার কথা বলত। কাদিয়ানের প্রতিটি ইটকে ধূলিস্যাৎ করার দাবি করত, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের এলান করে ঘোষণা দিয়ে সারা পৃথিবীতে মিশনারী বা মুবাল্লেগ প্রেরণের একটি পরিকল্পনা হাতে নেন। তবলীগের একটি সুন্দর এবং সম্পুর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। আজকে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে পৃথিবীর সকল দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পরিচিত। পৃথিবীর ২০৯টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ জামাত হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র জামাত যাদের সূর্য কখনও অস্ত যায় না। কোথায় দেখুন কাদিয়ানেই গোলা টিপে আহমদীয়াতের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার দাবি করত, কোথায় আজকে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে সারা বিশ্বে হযরত মসীহ্ মওউদের বাণীকে তাঁর এক তুচ্ছ দাস পৌঁছাচ্ছে, প্রচার করছে। হযরত মসীহ্ মওউদের সাথে খোদার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। অতএব সকল আহমদীর এই কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কথাগুলো তাদের ওপর কিছু দায়িত্ব ন্যাস্ত করে, সেই দায়িত্ব পালন করা আপনাদের সবার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, এখন আমি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিচ্ছি আর রীতি অনুসারে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। খোদার কৃপায় তাহরীকে জাদীদের যে বছর অতিবাহিত হয়েছে আর যা ৩১ অক্টোবরে সমাপ্ত হয়েছে এটি ৮২তম বছর ছিল। ১লা নভেম্বর থেকে ৮৩তম বছরের সূচনা হয়েছে। আমি এর ঘোষণা দিয়েছি ইতোমধ্যেই। খোদার কৃপায় প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে জামাতে আহমদীয়া এ বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া ১ কোটি ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং চাঁদা হিসেবে দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এটি গত বছরের চেয়ে ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার পাউন্ড বেশি। বিভিন্ন জামাতের পজিশনের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান সব সময় প্রথম স্থানে থাকে । এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাজ্য। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থান

কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত, দশম ঘানা আর এগারতম স্থান অধিকার করেছে সুইজারল্যান্ড। সুইজারল্যান্ডের মাথাপিছু আয় বেশি হয়ে থাকে, তাই তাদের নাম এসেছে নতুবা দশ পর্যন্তই তালিকায় নাম উল্লেখ করা হয়।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে মরিশাস, এরপর রয়েছে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বুর্কিনাফাঁসো, ক্যামেরুন, সিয়েরালিয়ন, লাইবেরিয়া, তাঞ্জানিয়া এবং মালী যথাক্রমে। হুজুর (আইঃ) বলেন, চাঁদা দাতাদের সংখ্যায় এ বছর ৯০ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৪ লক্ষ ৪ হাজারের অধিক মানুষ মোটের ওপর চাঁদা দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে বেশি চেষ্টা করেছে বেনীন, নাইজার, মালী, বুর্কিনাফাঁসো, ঘানা, লাইবেরিয়া, সেনেগাল এবং ক্যামেরুন।

ভারতের প্রথম দশটি জামাত হলো যথাক্রমে, কেরেলাই কেরেলা, কেরেলার ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, আন্দ্রাপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ, কেরেলার পারথাপ্রেম, কাদিয়ান, কেরেলার কান্নুর টাউন এবং কেরেলার পাঙ্গাডী, দিল্লী, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, আর তামিলনাডুর প্রিসেলর।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ প্রথমস্থানে রয়েছে কেরেলা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র যথাক্রমে। ভারতে গত কয়েক বছর থেকে অসাধারণ উন্নতি হচ্ছে, প্রথমে এরা অনেক পিছিয়ে ছিল পূর্বে।

আল্লাহ্ তা'লা সকল সকল চাঁদা দাতাদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ বরকত দিন এবং তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন, ভবিষ্যতও যেন তারা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে কুরবানীর তৌফিক লাভ করে, খিলাফতের সাথে তাদের সম্পর্কও দৃঢ় হবে এই দোয়াই আমি করি।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 11th Nov, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B